DEC. 21 2001

যুগান্তর

# স্কুল ফিডিং কর্মসূচি

গ্রামের স্কুলে যাওয়ার বয়সী শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য দিবার একটি কর্মসূচি লইয়াছে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এই সকল শিশুর ভাগ্যে জুটিবে সয়া প্রোটিন বিস্কুট ও সয়া দুধ। সরকারিভাবে প্রোটিনসমৃদ্ধ এই সকল খাবার তাহাদের দেওয়া হইবে। তবে এখনই দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা এই কর্মসূচির আওতায় আসিবে না। নূতন করিয়া গৃহীত এই কর্মসূচিতে ৬টি জেলার ১০টি উপজেলায় 'স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' চালু হইবে। বগুড়া জেলার সদর ও গাবতলি উপজেলা, ফরিদপুরের চরভদ্রাসন, সদরপুর ও সদর উপজেলা, দিনাজপুরের সদর উপজেলা, মৌলভীবাজারের রাজনগর ও বড়লেখা উপজেলা, সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা এবং ফেনীর পরশুরাম উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেড় লাখ শিশু স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় সয়া বিস্কুট ও সয়া দুধ পাইবে। সয়া দুধ ১০০ মি.লি. লিটার ও সয়া বিস্কুট ২৫ গ্রাম দৈনিক শিশুদের দেওয়া হইবে। মাস ধরা হইবে ২২ দিনে। এই কর্মসূচি প্রথম চালু হইয়াছিল '৮৯ সালে। '৯২ সালে বন্ধ হইয়া পুনরায় '৯৭ সালে চালু হইয়াছিল। কিন্তু চালু হইলেও এই কর্মসূচি যে গ্রামের শিশু শিক্ষার্থীদের অপুষ্ট শরীরে পুষ্টি জোগাইতে পারে নাই, তাহা সাদা চোখেই দেখা যাইতেছে। কেননা, এই কর্মসূচি পুনরায় বন্ধ হইয়া যায় ২০০০ সালের ৩০ জুন। অর্থাৎ সরকারি দায়িত্বশীলরা এই পুষ্টিপ্রদ কর্মসূচিটিকে জান-প্রাণ দিয়া বাস্তবায়ন করিতে তৎপর ছিলেন না। গ্রামের সেই সকল অধিকারবঞ্চিত শিশুর জন্য সরকার যেইখানে পুষ্টির জোগান ও শিশু শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করিবার প্রয়াস চালাইয়াছিল, তাহা আমলারা দৃষ্টান্তমূলক করিতে পারেন নাই। তাহাদের এই না পারিবার কারণ কি এবং তাহাদের ব্যর্থতার জবাবদিহিতা দায়িত্বপ্রাপ্তগণ করিয়াছেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই। তবে ইহা তো সকলেরই জানা যে, রাজনৈতিক সরকারের ব্যর্থতাকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য আমলাদের তুলনা মেলা ভার। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি একটি জরুরি ও কল্যাণকর কর্মসূচি। কেননা, এই কর্মসূচির সহিত একদিকে অপুষ্টি দূর করিবার একটি মানবিক-নৈতিক প্রয়াস রহিয়াছে, অন্যদিকে শিক্ষার মতো বাধ্যতামূলক কার্যক্রম হইতে শিশুরা যাহাতে ড্রপআউট না হইয়া যায়, সেইটারও প্রতিরোধের ঔষধ হিসাবে সয়া দুধ ও সয়া বিস্কুট প্রদান করা হইবে। তবে মূল দায়িত্ব পালন করিতে হইবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেই। তাহারা সয়া দুধ আর সয়া বিস্কুট বিতরণের কাজে সময় ব্যয় না করিয়া শিক্ষাদানের ব্যাপারে সচেষ্ট হইলে গরিব মানুষের সন্তানদের উপকার হইবে। শিক্ষার ব্যাপারটি সরকারের দায়িত্ব হইলেও সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী, শিক্ষকসহ সকল মহলেরও কমবেশি দায়িত্ব রহিয়াছে। সেই দায়িত্ব সকল মহলকেই পালন করিতে আমরা অনুরোধ জানাই। কারণ, পারিপার্শ্বিকের শিক্ষিতজনেরা যদি সাহায্য-সহযোগিতা না দেন, তাহা হইলে শিক্ষায় ফাঁকি থাকিয়া যাইবে এবং কর্মসূচির পুষ্টিকর খাবারও লোপাট হইতে পারে। আমাদের দেশে সরকারি মাল লোপাট করিবার শিক্ষিত লোকের অভাব নাই। যেহেতু নিরক্ষর লোকেরা সেই সুযোগ পায় না, তাই তাহাদের শিশুদের শিক্ষিত করিবার দায়িত্বটি সরকার ও শিক্ষিত সমাজকেই গ্রহণ করিতে হইবে। বিগত সময়ে এই স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু হইয়া পুনরায় বন্ধ হইবার পিছনে শিক্ষিত আমলাকুলের দায়িত্বহীনতাই দায়ী। সরকারকে এই চমৎকার কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানাইতে পারি, কিন্তু যখন অতীতের ব্যর্থতার চিত্র দেখি তখনই সেই কার্যক্রমের করুণ পরিণতি আমাদের বেদনাহত করিয়া ফেলে। এইবার আর আমরা বেদনাহত হইতে চাই না। পাশাপাশি এই স্কুল ফিডিং কর্মসূচি যাহাতে দ্রুত দেশব্যাপী সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুর অপুষ্টি নিবারণে প্রয়োগ হয়, সেই প্রত্যাশাও করি। আর যে সকল গ্রামে আজও প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়িয়া তোলা হয় নাই, সেই সকল গ্রামে স্কুল খোলা হউক এবং তাহাদের জন্যও লওয়া হউক এই কর্মসূচি।